দৈনিক
ইনকিলাব

FEB
তারিখ 28 ... 2013
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৭

# শিক্ষা ক্ষেত্রে অবক্ষয়

আহমেদ জামিল

প্রসঙ্গ কথা



একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গন কোনোটিই প্রচলিত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার বাইরে নয়। অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে যখন অবক্ষয় ও নৈরাজ্য নেমে আসে সে সময় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনও অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের অতল গহ্বরে পতিত হয়। বর্তমান সময়ের বাংলাদেশে এ বাস্তবতা দিন-দিন প্রকট হয়ে উঠছে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড, শিক্ষক নির্যাতন, শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিক অবক্ষয়, পরীক্ষায় নকলবাজি এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলো যেন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে নৈমিত্তিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এসব প্রবণতা বন্ধ না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ আরো বেপরোয়া এবং নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড যেন তারই সাক্ষাত প্রতিফলন।

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, সন্ত্রাস, নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্য, নারী নির্যাতন, শিক্ষক নির্যাতনসহ নানা অপকর্মের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছাত্রলীগের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে উঠছে। যা এই ঐতিহ্যবাহী ছাত্র-সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছে। গণতন্ত্রের দাবিদার ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো থেকে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোকে বিতাড়িত করে এক চেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ভিন্ন মত ও আদর্শ কোনোভাবেই কাম্য নয় তাদের কাছে। একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রলীগ নামধারী দুর্বৃত্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আশপাশে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে লিপ্ত হয়েছে। এ নিয়ে তাদের-নিজেদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ এবং হতাহতের ঘটনা ঘটছে। ২০১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে 'ছাত্রলীগের অপ্রতিরোধ্য সন্ত্রাস' শিরোনামের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পৌনে চার বছরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ২৩ জন খুন, আহত হয় হাজার, অগ্নিসংযোগ এবং শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ওই রিপোর্টে ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের দ্বারা মেয়েদের শ্লীলতাহানির কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে গত ২১ জানুয়ারিতে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ছাত্রলীগের হাতে মহাজোট সরকারের চার বছরে ২৬ জন খুন হয়েছে। এই ২০১৩ সালে ছাত্রলীগের অপকর্ম আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

এক শ্রেণীর ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীর নানা অপকর্মই এ ধরনের আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। নিজেদের মধ্যে হানাহানি করতে গিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামের মাদ্রাসার একছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করে। শুধু তাই নয়, এ বছরের শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১২ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি'র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বেধড়ক পিটুনি দেয় এই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। পুলিশের উপস্থিতিতে এ-হামলায় ৩০ জন শিক্ষক আহত হন। অন্যদিকে রংপুরে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর অ্যাসিড হামলার ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। আর এই ফেব্রুয়ারি মাসে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন কলেজের নবনিযুক্ত প্রিন্সিপাল প্রফেসর শঙ্করচন্দ্র দত্ত দায়িত্ব বুঝে কাজ শুরু করার আগেই ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন।

চরম নিন্দনীয় ঘটনার সচিত্র খবর দেশের প্রায় সকল প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হবার পর দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগের এ ধরনের অপকর্মের ইন্ধন দাতা শুধু সংগঠনের এক শ্রেণীর নেতা কিংবা মাতৃসংগঠনের এক শ্রেণীর এমপি, মন্ত্রী নেতাই দায়ী নন; দায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং এক শ্রেণীর দলবাজ শিক্ষকও। যে কারণে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এনামুল হকের আমানায় ভিসিপন্থী এবং ভিসি বিরোধী ছাত্র লীগ গজিয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে নবনিযুক্ত প্রিন্সিপালের ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছনার উস্কানি দাতা হিসেবে অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিদায়ী প্রিন্সিপাল নদীগোপাল দাসের বিরুদ্ধে। তিনি ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা মিলে এ কলেজের বহু টাকা লুটপাট করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে তিনি ছাত্রলীগ ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। দেশের শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যে নৈতিক অবক্ষয় মহামারী আকার ধারণ করেছে তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি সমাজের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শের পথ প্রদর্শক শিক্ষকদের অনেকেই। সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও স্কুল ও কলেজের এক শ্রেণীর শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যত্নসহকারে পাঠদান না করে অবাধে কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

কোনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও শোনা যায় যেসব শিক্ষার্থী তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ে না কিংবা তাদের কোচিং সেন্টারে যায় না; স্কুল ও কলেজে ভালো পরীক্ষা দিয়েও সেসব শিক্ষার্থী অত্যন্ত খারাপ কিংবা আশানুরূপ নয় এমন রেজাল্ট করছে। শুধু তাই নয়, নিষিদ্ধ নোট বই বিক্রির সাথে জড়িত হচ্ছেন শিক্ষক নেতা, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কেউ কেউ। এ প্রসঙ্গে গত ১৩ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে মোশতাক আহমেদের লেখা এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, 'বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু এবং নোট-গাইড নিষিদ্ধে আদালতের রায়—এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। সেই লক্ষ্যকে হটিয়ে দিচ্ছেন এক শ্রেণীর নোট-গাইড ব্যবসায়ী। নোট-গাইড-নামপাল্টে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত সহায়ক বই বিক্রির কাজে তারা এক শ্রেণীর শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষক নেতাদের টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করছেন।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষকদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে দেয়া হলেও বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কলেজগুলোতে তা মানা হচ্ছে না। এছাড়াও শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে ভর্তিবাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হলেও ঢাকা মহানগরীসহ দেশের নামিদামি স্কুল কলেজগুলোতে তা মানা হচ্ছে না। মিডিয়ার প্রদেয় তথ্য থেকে জানা যায়, পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষস্থানে থাকা ঢাকা মহানগরী মনিপুর, আইডিয়াল ও ভিকারুননেসা নূন স্কুলে রমরমা ভর্তি বাণিজ্য এখনো বন্ধ হয়নি। ভর্তি বাণিজ্যে লাখ লাখ টাকার কারবার চলে। এই ভর্তি বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এমপি পদবীধারী গভর্নিং বডির সভাপতি, সদস্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতির সূত্র ধরে এ বছর অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষায় ঢাকার বাইরের কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক নকল বাজির ঘটনাও ঘটেছে। ঘটেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও।

প্রসঙ্গক্রমে বলা হচ্ছে, গত বছরে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। আর এই ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি তথা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজী ২য় পত্র এবং গণিতের প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, শিক্ষামন্ত্রণালয় ফাঁস হওয়া প্রশ্নের ওই বিষয়গুলোর পরীক্ষা বাতিল এবং নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি না করে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের পরীক্ষা যথা নিয়মে সম্পন্ন করেছে। গণমাধ্যমগুলো ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সাথে মূল প্রশ্নের হুবহু মিলের তথ্য তুলে ধরেছে। কিন্তু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের সাজা না দিয়ে সরকার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিতর্কিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাশের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে পাশের হার আরো বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাহবা কুড়াতে চাইছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোল্ডেন জিপিএ ও জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি এবং বিপুল হারে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার মান আদৌ বেড়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ।

এটিও শিক্ষা জগতের অবক্ষয় এবং নৈরাজ্যের চিত্র। শুরুতেই বলা হয়েছে যে শিক্ষাঙ্গন সমাজ ও রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে অবক্ষয় নেমে এসেছে তা থেকে শিক্ষাঙ্গন মুক্ত থাকতে পারে কি ভাবে। এই নৈরাজ্যের কালো আঁধার দূর করে ইতিবাচক ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে পারতেন মানুষগড়ার কারিগর যে শিক্ষক সমাজ তাদের অনেকেই আজ নানা কারণে বিপথগামী। শুধু শিক্ষাবাণিজ্যই নয়, নৈতিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটেছে শিক্ষকদের কারো কারো মধ্যে। তানা হলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষক যৌন হয়রানির মতো চরম গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পারে কিভাবে? কারণ ভোগবাদী সমাজে ন্যায়বোধ, সততা, নৈতিক মূল্যবোধ বলে কোনো কিছুই থাকে না, শুধু থাকে নানা অবক্ষয় এবং নৈরাজ্য। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় আমাদের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাব্যবস্থায়।

❑ লেখক : কলেজ শিক্ষক ও কলামিস্ট।